দৈনিক বাংলা
23 FEB 1987

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

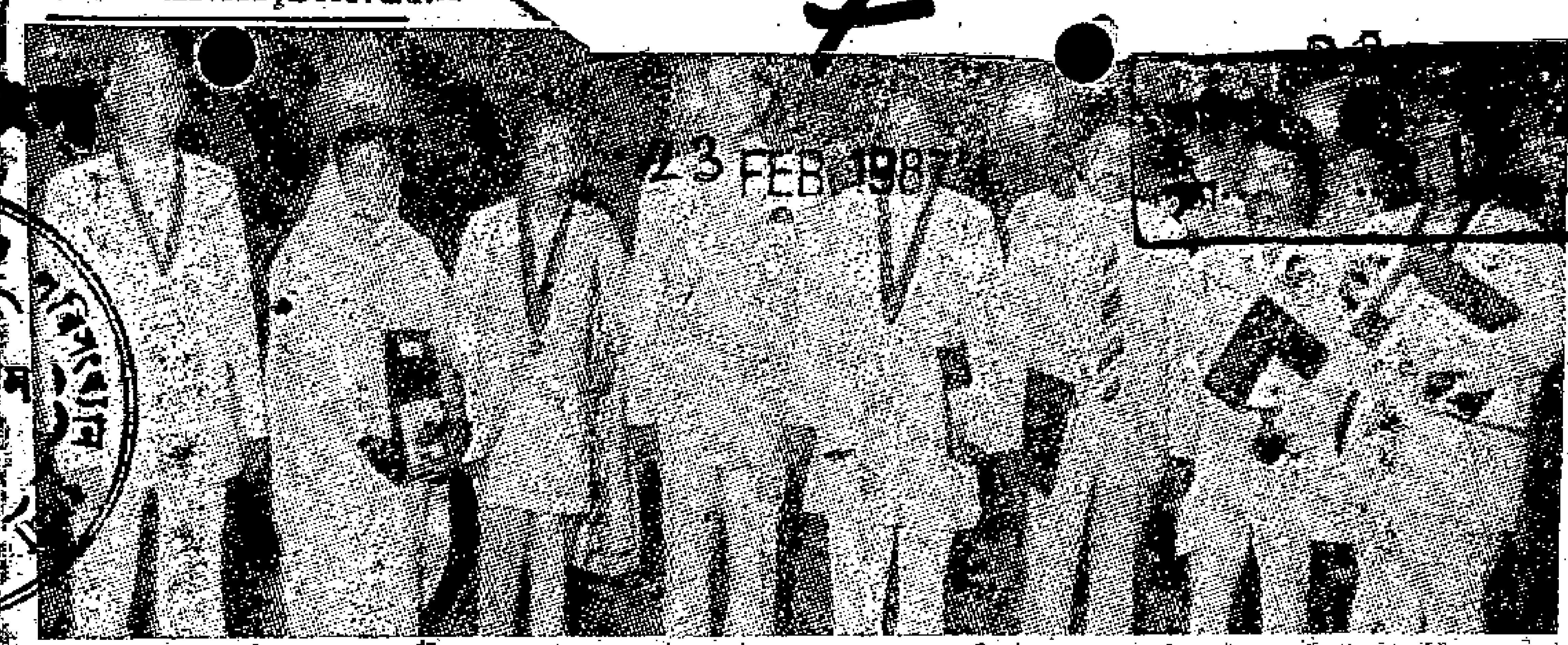

শনিবার বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ

একুশে পদক বিতরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, বাংলাকে জীবনের সকল স্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর।

গত শনিবার বঙ্গভবনে একুশে পদক-৮৬ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, বিশ্ব সভায় বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা আজ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পদক বিতরণ

(প্রথম পৃঃ পর)

মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। কেবল শিক্ষার মাধ্যম, অফিস-আদালত ও রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহের ভাষা হিসেবেই নয় বিশ্বের দরবারেও বাংলা ভাষাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। একটি জাতির জন্যে এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

একুশে পদকের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এ পুরস্কার আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখার জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্মান। তিনি বলেন, আমাদের কাংখিত অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে আসবে সংস্কৃতির বিকাশ। আর তখন আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলা হবে আরো সমৃদ্ধ ও সৃজনশীল। জনজীবনের উর্বর উৎস থেকেই জন্ম নেবে নতুন সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, সেই নতুন বাংলাদেশের নির্মাণ কাজ আমরা শুরু করেছি।

প্রেসিডেন্ট একুশের পদক প্রাপ্তদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তাদের সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট ১৯৮৬ সালে যারা একুশে পদক লাভ করেন তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এরা হচ্ছেন: সাহিত্যে—ডঃ আলাউদ্দিন আল-আজাদ, আল মাহমুদ, সত্যেন সেন (মরণোত্তর) ও আসকার ইবনে সাইখ। সঙ্গীতে—ওস্তাদ মুনসী রইসউদ্দিন (মরণোত্তর), মোবারক হোসেন খান ও ধীর আলী মিয়া (মরণোত্তর)।

সত্যেন সেনের পক্ষে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মুনশী রইসউদ্দিনের পক্ষে তাঁর স্ত্রী এবং ধীর আলী মিয়ার পক্ষে তাঁর ছেলে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বেগম রওশন এরশাদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এ কে এম নুরুল ইসলাম, স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, তিন-বাহিনীর প্রধান, সংসদ সদস্যগণ, কূটনীতিকবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পদস্থ সরকারী ও সামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে মাতৃভাষার জন্যে শহীদেরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সেই বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার তওফিক চেয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন।